গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আয়করে প্রবৃদ্ধি দেশ ও দশের সমৃদ্ধি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আয়কর মেলা ২০১৩

১৬-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনায়: DesH Media Communication

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
৩১ ভাদ্র ১৪২০
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক 'জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৩' পালন ও দেশব্যাপী 'আয়কর মেলা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ এবং এর যথাযথ ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও অর্থের অন্যতম প্রধান উৎস আয়কর। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আয়করের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিয়মিত ও সঠিক কর প্রদান একজন সুনাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। আমি মনে করি, আয়কর দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ধনী-গরীব বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পদের সুষমবন্টন এবং বিদেশী সাহায্য ও ঋণ নির্ভরতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এজন্য আমি কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি সরল, সহজবোধ্য কর পদ্ধতি ও কর সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানাই। প্রেক্ষিতে আয়কর দিবস পালন ও আয়কর মেলা আয়োজন নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দিবসটির এবছরের প্রতিপাদ্য 'আয়করে প্রবৃদ্ধি' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। আয়কর বিভাগের অটোমেশন ও অনলাইনে কর প্রদান চালু করায় আমি সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি 'জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৩' ও 'আয়কর মেলা'র সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে দেশে চতুর্থবারের মত আয়কর মেলা আয়োজিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছর সকল জেলায় (পার্বত্য তিনটি জেলা ব্যতীত) মেলার পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। ফলে দেশের সকল করদাতা মেলার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। আয়কর মেলার উপর ব্যাপক প্রচারণার অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই।

এ বছর আয়কর মেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন' এবং থিম হ'ল 'ইন্টারনেটে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন একেবারে সোজা'। আর মেলার শ্লোগান হ'ল 'আয়করে প্রবৃদ্ধি, দেশ ও দশের সমৃদ্ধি'। দেশে কর-সংস্কৃতি বিকাশে এ ধরণের আয়োজন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

উৎসবমুখর জাতি হিসেবে পরিচিত বাঙালি জাতির জীবনে ২০১০ থেকে যুক্ত হয় আয়কর মেলা নামক এক অভূতপূর্ব আনন্দ আয়োজন। আয়করের মত নীরস ও নিরানন্দ একটি বিষয়ে যে উৎসবের আমেজ যুক্ত করা যায় তার প্রমাণ আয়কর মেলা। আয়কর মেলা বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনের ইতিহাসে একটি নতুন মাত্র যোগ করেছে। মূলতঃ কর প্রদানে জনগণের ভয়-ভীতি-জড়তা দূর করা, কর বিভাগের সাথে করদাতাগণের আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করা এবং করদাতাগণকে অধিকতর উপায়ে সেবা প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করণার্থে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়।

আয়কর মেলা-২০১৩ অর্থবহ হোক এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

ভবিষ্যতের আয়কর মেলা

ভবিষ্যতের আয়কর মেলা হবে পুরোপুরি ডিজিটাল। করদাতাগণ এ বছর আয়কর টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন। ভবিষ্যতে তারা মেলায় এসে অনলাইনে তাদের আয়কর রিটার্নও জমা দিতে পারবেন। কর শিক্ষা প্রসার এবং কর সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে মেলায় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে আমরা ভবিষ্যতে আরও বেশি মনোযোগী হব।

পরিশেষে বলা যায়, আয়কর মেলার কারণে করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই এখন স্বেচ্ছায় আয়কর দিতে আসছেন। মেলার মাধ্যমে আয়কর সম্পর্কিত যে সব আইন প্রচলিত রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে করদাতাগণ জানছেন। অন্যের ওপর তাদের যে নির্ভরশীলতা ছিল সেটা কমে আসছে এবং অনেকেই নিজের আয়কর রিটার্ন নিজেই পূরণ করতে পারছেন। কর সম্পর্কে অস্পষ্টতা এবং ভয়-ভীতির বিষয়ও অনেকটা কেটে গেছে বলেই আমাদের ধারণা এবং অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের অস্পষ্টতা ও ভয়-ভীতি একেবারেই থাকবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা মনে করি, আয়কর মেলা আয়োজন করে দেশে একটি কর-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতির খোলস থেকে বেরিয়ে এসে আয়কর বিভাগ তার আধুনিক কর্মকৌশলের মাধ্যমে ইতোমধ্যে করদাতাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বিস্তৃত পরিসরে ও নতুন আঙ্গিকে আয়কর মেলা ২০১৩

আয়কর অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে, এমন কি অনেক উন্নয়নশীল দেশেও রাজস্ব আহরণের প্রধান উৎস প্রত্যক্ষ কর এবং বিশেষ আয়কর। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও মোট রাজস্ব আহরণে আয়করের অবদান মাত্র ৩৬%। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, আগামী ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আয়করই হবে বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণের প্রধান উৎস। বিগত বছরগুলোতে আয়কর খাতে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে দিন অবশ্যই বেশি দূরে নয় যে দিন মোট রাজস্বের সিংহভাগ আহরিত হবে আয়কর থেকে। আয়কর খাতে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিগত বছরগুলোতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যাপক সংস্কারমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল আয়কর মেলা।

প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসে, কেন এই আয়কর মেলা? সরাসরি উত্তরের আগে বলতে হয়, সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি শান্তিময় ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে হলে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাঙ্ক্ষিত প্রবাহ। আর সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের অন্যতম প্রধান খাত হল আয়কর। মুক্ত বাজার অর্থনীতির এ যুগে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবে আয়করের গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়করের গুরুত্ব অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি প্রয়োজন কর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ।

অথচ বাংলাদেশে জনসংখ্যা অনুপাতে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা আশানুরূপ নয়। আমাদের আয়কর-জিডিপির অনুপাত প্রতিবেশী সব দেশের চেয়ে অনেক কম। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে সামর্থবান সব নাগরিককে সঠিক আয় প্রদর্শনপূর্বক আয়কর প্রদান করতে হবে এবং কর-সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এক ধরনের করভীতি কাজ করে থাকে। কর প্রদানে অনীহা রয়েছে অনেকের মাঝে। কর প্রদান প্রক্রিয়াকে ঝামেলাপূর্ণ ও জটিল মনে করে থাকেন কেউ কেউ। করদাতাদের এসব নেতিবাচক বিষয়গুলো দূর করে করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই আয়কর মেলার আয়োজন।

আয়কর মেলার ধারণাটি কিভাবে এল?

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১০ খ্রি: থেকে বাংলাদেশে আয়কর মেলা শুরু হয়। আয়করের মতো নিরস একটি বিষয় নিয়ে মেলার আয়োজন করা ছিল ধারনারও অতীত। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ফিলিপাইনের ম্যানিলায় International Tax Conference এ অংশগ্রহণ করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে কর শিক্ষা প্রসারে করণীয় সম্পর্কে উক্ত ফোরামে আলোচনা করা হয়। একই বছরে কর বিষয়ক একটি সেমিনারে অংশ নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি দল ভারতের ব্যাঙ্গালোরে যায়। সেখানে লক্ষ্য করা হয় যে, একটি নির্ধারিত স্থানে তারা আয়কর রিটার্ন গ্রহণের আয়োজন করে থাকে। মূলত: সেখান থেকেই আয়কর মেলার ধারণাটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চিন্তায় আসে এবং ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়।

গত তিনটি আয়কর মেলার সাফল্যের খতিয়ান

আয়কর মেলার সন	মেলার স্পট সংখ্যা	নতুন টিআইএন ইস্যু	আয়কর রিটার্ন দাখিল	আয়কর আদায় (কোটি টাকায়)	সেবা গ্রহনকারী
আয়কর মেলা ২০১০	২	৫,৬৩৮	৫২,৫৪৪	১১৩	৬০,৫১২
আয়কর মেলা ২০১১	৮	১০,০৪১	৬২,২৭২	৪১৪	৭৫,১২০
আয়কর মেলা ২০১২	১৮	১৬,২৮৭	৯৭,৮৬৭	৮৩১	৩৪৬,৮৬৭

আয়কর মেলা-২০১৩: যুক্ত হ'ল অটোমেশন, বিস্তৃত হ'ল সকল জেলা শহর

গত তিন বছরের সাফল্যের সূত্র ধরে এবারের আয়কর মেলা নতুন আঙ্গিকে সাজানো হলো। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে এবারের আয়কর মেলার আয়কর মেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে **'ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন'** এবং থিম হ'ল **'ইন্টারনেটে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন একেবারে সোজা'**। এবারের আয়কর মেলায় আগত নতুন করদাতাগণ অনলাইনে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন এবং পুরনো করদাতাগণ রি-রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে রক্ষিত ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ব্যবহারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এবারের মেলায় করদাতাদের জন্য ডিজিটালের ছোঁয়া যুক্ত হওয়ায় মেলায় আসা করদাতাগণ কর বিভাগের সেবা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে পারবেন।

আয়কর মেলা-২০১৩ এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল এই যে, এবারই প্রথম সকল জেলা শহরে মেলার পরিধি বিস্তৃত করা হ'ল। ফলে সারা দেশের করদাতাগণ এবার আয়কর মেলার সুবিধা পাচ্ছেন।

আয়কর মেলা-২০১৩: যে সকল সুবিধা প্রদান করা হবে

১. সম্মানিত করদাতাগণ আয়কর মেলায় তাঁদের ২০১৩-২০১৪ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।
২. মেলায় e-TIN রেজিস্ট্রেশন বুথে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান সাপেক্ষে নতুন করদাতাগন e-TIN রেজিস্ট্রেশন ও বর্তমান করদাতাগণ রি-রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।
৩. মেলায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.nbrepayment.org) ব্যবহার করে করদাতাগণ অনলাইন নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে তাদের প্রদেয় আয়কর প্রদান করতে পারবেন।
৪. মেলায় মহিলা, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ করদাতাদের জন্য পৃথক কাউন্টার থাকবে।
৫. করদাতাগণ মেলায় স্থাপিত সোনালী ও জনতা ব্যাংকের বুথে তাদের আয়কর জমা দিতে পারবেন।
৬. করদাতাগণকে রিটার্ন পূরণে সহায়তা করার জন্য মেলায় আয়কর কর্মকর্তা পরিচালিত Help Desk থাকবে।

আয়কর মেলা-২০১৩-এর ভেন্যু

১৬-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সপ্তাহব্যাপী ঢাকাসহ ৭টি বিভাগীয় শহরে এবং পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত অপর ৫৪টি জেলা শহরে দু'দিনব্যাপী এবং তিন পার্বত্য জেলায় ১দিন করে ভ্রাম্যমান মেলা আয়োজন করা হচ্ছে।

ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে আয়কর মেলার ভেন্যু

ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে আয়কর মেলা ২০১৩ নিম্নবর্ণিত স্থান ও তারিখ অনুযায়ী প্রতি দিন সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবেঃ

বিভাগের নাম	স্থান	বিভাগের নাম	স্থান
ঢাকা	অফিসার্স ক্লাব বেইলী রোড, ঢাকা।	চট্টগ্রাম	সরকারী কার্যভবন-২, ১০ তলা ভবন সংলগ্ন মাঠ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
সিলেট	মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম সিলেট স্টেডিয়াম, সিলেট।	রাজশাহী	জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্স, রাজশাহী।
রংপুর	পুলিশ কমিউনিটি হল, রংপুর।	বরিশাল	অশ্বিনী কুমার টাউন হল, সদর রোড, বরিশাল।
খুলনা	কর ভবন চত্বর, বয়রা, খুলনা।		

জেলা শহরে আয়কর মেলার ভেন্যু

ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহর ব্যতীত জেলা শহরে আয়কর মেলা ২০১৩ নিম্নবর্ণিত স্থান ও তারিখ অনুযায়ী প্রতি দিন সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে:

কর অঞ্চল	জেলা	মেলা আয়োজনের তারিখ	মন্তব্য
কর অঞ্চল-৩ ঢাকা	গোপালগঞ্জ	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	রাজবাড়ী	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	ফরিদপুর সদর	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-৭ ঢাকা	মাদারীপুর	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	শরীয়তপুর	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-১০ ঢাকা	নরসিংদী	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-১২ ঢাকা	মানিকগঞ্জ	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-গাজীপুর	গাজীপুর সদর	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	টাংগাইল	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-নারায়নগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ সদর	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	মুন্সীগঞ্জ	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-সিলেট	হবিগঞ্জ	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	সুনামগঞ্জ	১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	মৌলভীবাজার	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-বগুড়া	বগুড়া সদর	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	সিরাজগঞ্জ	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	জয়পুরহাট	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	গাইবান্ধা	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-খুলনা	নড়াইল	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	মাগুরা	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	ঝিনাইদহ	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	কুষ্টিয়া	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	মেহেরপুর	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	চুয়াডাঙ্গা	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	বাগেরহাট	১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	সাতক্ষীরা	১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	যশোর	২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন

কর অঞ্চল	জেলা	মেলা আয়োজনের তারিখ	মন্তব্য
কর অঞ্চল-ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	কিশোরগঞ্জ	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	জামালপুর	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	নেত্রকোণা	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	শেরপুর	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-বরিশাল	ভোলা	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	পটুয়াখালী	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	বরগুনা	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	পিরোজপুর	১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	ঝালকাঠি	১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	পাবনা	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	নাটোর	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	নওগাঁ	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-রংপুর	দিনাজপুর	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	কুড়িগ্রাম	১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	লালমনিরহাট	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	নিলফামারী	১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	ঠাকুরগাঁও	১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	পঞ্চগড়	২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	চাঁদপুর	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	নোয়াখালি	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	ফেনী	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
	লক্ষীপুর	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন
কর অঞ্চল-২ চট্টগ্রাম	বান্দরবন	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০১ (এক) দিন সুসজ্জিত ট্রাকযোগে প্রচারণা
কর অঞ্চল-৩ চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০১ (এক) দিন সুসজ্জিত ট্রাকযোগে প্রচারণা
	খাগড়াছড়ি	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০১ (এক) দিন সুসজ্জিত ট্রাকযোগে প্রচারণা
কর অঞ্চল-৪ চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	০২ (দুই) দিন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩১ ভাদ্র ১৪২০
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন এবং ১৬-২২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী আয়কর মেলার আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতা, কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আয়করের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে কর সংস্কৃতি বিকাশের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর খাতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কর বিভাগের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কর খাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর বিভাগের অটোমেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান আয়কর আইনকে আরও সহজ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও "ই-পেমেন্ট" চালুর ফলে করদাতাগণ এখন অনলাইনে কর দিতে পারছেন। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল জেলায় আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে কর প্রদানে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়কর খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি রাজস্ব অর্জিত হচ্ছে। আয়কর খাতে সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

'আয়করে প্রবৃদ্ধি, দেশ ও দশের সমৃদ্ধি'-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে এ বছরের জাতীয় আয়কর দিবস ও আয়কর মেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন'। এ আয়োজন দেশের কর ব্যবস্থার উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে-এ প্রত্যাশা করছি।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য ও ঋণ নির্ভরতা হ্রাস করে আমরা বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি জাতীয় আয়কর দিবস ও আয়কর মেলা-২০১৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১৬-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সপ্তাহব্যাপী ঢাকাসহ ৭টি বিভাগীয় শহরে এবং পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত অপর ৫৪টি জেলা শহরে দু'দিনব্যাপী আয়কর মেলা এবং তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রাম্যমান মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথমবারের মতো সকল জেলা শহরে এবার মেলার আয়োজন করা হ'ল। এ বছর আয়কর মেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন' এবং থিম হ'ল 'ইন্টারনেটে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন একেবারে সোজা'। দেশে কর সংস্কৃতি বিকাশে এ ধরণের আয়োজন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে। আয়কর মেলা ২০১৩-এর প্রাক্কালে সম্মানিত সকল করদাতা এবং করের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে রাজস্ব আহরণের প্রধান উৎস প্রত্যক্ষ কর এবং বিশেষত আয়কর। কিন্তু আমাদের দেশে মোট রাজস্ব আহরণে আয়করের অবদান এখন পর্যন্ত ৩৬% মাত্র। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে হলে এবং ধনী- দরিদ্রের বৈষম্য কমাতে হলে আয়কর খাতকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই।

আয়কর খাতকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কর বিভাগের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর বিভাগ অটোমশনের কাজও দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট এবং কর অঞ্চল-৮, ঢাকা'য় অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-পেমেন্টের মাধ্যমে যে কোন করদাতা ঘরে বসেই তার কর জমা দিতে পারছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটে চালু করা হয়েছে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র। চালু করা হয়েছে ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি। এছাড়া গত কয়েক বছর যাবত পালিত হচ্ছে জাতীয় আয়কর দিবস এবং পাশাপাশি আয়োজন করা হয় আয়কর মেলার। এ সবের মধ্যে দিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশে কর পরিপালন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর সংস্কৃতি বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করছে।

একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও সুন্দর জীবনের জন্য সঠিকভাবে আয়কর প্রদান করা সকলেরই সুনাগরিকসুলভ দায়িত্ব। সকলেই স্বপ্রণোদিত হয়ে সঠিকভাবে আয়কর প্রদান করবেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করে।

আয়কর মেলা-২০১৩ অর্থবহ হোক এ কামনা করি।

(মোঃ গোলাম হোসেন)

সদস্য
কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বর্ধিত কলেবরে আগামী ১৬ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ঢাকাসহ ৭ টি বিভাগীয় শহরে সপ্তাহব্যাপী এবং পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত অপর ৫৪ টি জেলায় দু'দিনব্যাপী আয়কর মেলা ও তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রাম্যমান মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে যা মেলার বিষয়বস্তু জনগণের কাছে পৌছে দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

আমরা জানি ২০১০ খ্রি. থেকে বাংলাদেশে আয়কর মেলা শুরু হয়। আয়করের মতো নিরস একটি বিষয় নিয়ে মেলার আয়োজন করা ছিল ধারণারও অতীত। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় International Tax Conference-এ অংশগ্রহণ করেছিলাম। উন্নয়নশীল দেশসমূহে কর শিক্ষা প্রসারে করণীয় সম্পর্কে উক্ত ফোরামে আলোচনা করা হয়। একই বছরে কর বিষয়ক একটি সেমিনারে অংশ নিতে আমরা ভারতের ব্যাঙ্গালোরে যাই। সেখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, একটি নির্ধারিত স্থানে তারা আয়কর রিটার্ন গ্রহণের আয়োজন করে থাকে। সেখান থেকে আয়কর মেলার ধারণাটি আমাদের চিন্তায় আসে এবং দেশে ফিরে এসেই আমরা ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলার আয়োজন করি। প্রথমবারেই আমরা মেলায় ব্যাপক সাড়া পাই। সেই প্রেক্ষিতে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে সকল বিভাগীয় শহরে মেলার আয়োজন করা হয়। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সকল বিভাগীয় শহরসহ মোট ১৮ টি জেলায় মেলার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সকল জেলায় আয়কর মেলার আয়োজন এই প্রথম। এর মাধ্যমে দেশের সকল জেলার করদাতাগণের আয়কর মেলার সুবিধা প্রাপ্তির পথ তৈরি হ'ল।

বাঙ্গালী উৎসব মুখর জাতি। মেলার মাধ্যমে আয়কর খাতে উৎসবের আমেজ যুক্ত হওয়ায় করদাতাগণ আনন্দের সাথে স্বপ্রণোদিত হয়ে কর প্রদানের সুযোগ পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে কর বিভাগের সাথে করদাতাদের অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির পথ সুগম হয়েছে যা আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

এ বছর আয়কর মেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন' এবং থিম হ'ল 'ইন্টারনেটে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন একেবারে সোজা'। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে এ বছর মেলার এ থিমকে বেছে নেয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস করদাতাগণ মেলার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আনন্দের সাথে কর প্রদান, রিটার্ন দাখিল এবং অনলাইনে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রি-রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন।

আমরা জানি, আয়কর কেবল রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সঠিক আয় প্রদর্শনপূর্বক আয়কর দাখিল এবং যথাযথ আয়কর প্রদানপূর্বক আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি গঠনে এগিয়ে আসা সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

আয়কর মেলা-২০১৩-এর সকল আয়োজন সুন্দর ও সার্থক হোক- এ কামনা করি।

(মোঃ বশির উদ্দিন আহমেদ)

corporate communications /Kalmilata

সৌজন্যে

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
www.janatabank-bd.com

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

PLFS
PEOPLE'S LEASING And Financial Services Ltd.

UNIQUE
UNIQUE HOTEL & RESORTS LIMITED
(Owner of The Westin Dhaka)

NOVOAIR

ডেইলী নিউজ

BASHUNDHARA GROUP
For The People, For The Country

NRB Bank
Not Just Another Bank

WALTON

Transcom

SUPER STAR GROUP